ছেঁড়া টাকায় সয়লাব বাজার

রিপোর্ট : **জয়ন্ত আচার্য, রুহুল তাপস**

বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ছেঁড়া টাকা নিতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেও লোকবলের অভিযোগ তুলে ছেঁড়া টাকা নিচ্ছে না। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সূত্র বলছে, ছেঁড়া টাকা নিয়ে দীর্ঘসূত্রতায় পড়তে হয়। বিশাল অঙ্কের ছেঁড়া টাকা দীর্ঘদিন পড়ে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আটকে থাকে। নোট বাতিল হলে দায়ভার বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিতে হয়। এ কারণে তারা ছেঁড়া টাকা নেয়া বন্ধ করে দিয়েছে। তবে নির্দেশ নিয়ে এ প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়নি। ব্যাংকের টানাপড়েনে ছেঁড়া টাকা নিয়ে চলছে রমরমা ব্যবসা। বাংলাদেশ ব্যাংকের কারেন্সি শাখা সূত্রে জানা গেছে, ব্যাংকের মাধ্যম মাসে প্রায় কোটি টাকার লেনদেন হয়। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এ টাকা ৯০ শতাংশ দালালদের মাধ্যমে হয়ে থাকে। তারা বিশ থেকে ৩০ শতাংশ কমিশন নেয়। ছেঁড়া টাকাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে ব্যাংকে ঘিরে মাসে প্রায় ২০ লাখ টাকার অবৈধ লেনদেন হচ্ছে। এ অর্থ ব্যাংক কর্মচারী, পুলিশ, ব্যবসায়ীদের মাঝে অনুপাত অনুযায়ী ভাগ হচ্ছে। অপরদিকে বাজারে ছেঁড়া টাকা বৃদ্ধি পাওয়ায় লেনদেন বিঘ্নিত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, টাকার মান খারাপ হওয়ায় অধিক ব্যবহারের কারণে দ্রুত পুরনো ও নরম হয়ে টাকা ছিঁড়ে যায়। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো গত এক বছর ধরে ছেঁড়া টাকা নেয়া বন্ধই করে দিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন নোট ছাড়ার গতি খুবই মন্থর।

গাজীপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ সিকিউরিটি কর্পোরেশন প্রেস সূত্রে জানা গেছে, সিকিউরিটি প্রেস এখন দুই টাকা, একশ' টাকার নোট ছাপাচ্ছে। তাও ছাপানোর গতি খুব ধীর। ১০, ২০ ও ৫০ টাকার নোট বেশ কিছুদিন ধরে ছাপানো হয় না। এ কারণে বাজারে ২ ও ১০০ টাকার নোট নতুন পাওয়া গেলেও বাকি ১০, ২০ ও ৫০ টাকার নতুন নোট পাওয়া যাচ্ছে না। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্র জানিয়েছে, তারা সব সময় বাজারে নতুন নোট ছাড়ছে। এটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। গত ঈদুল আজহার সময় ১২ কোটি টাকার নতুন নোট ছাড়া হয়েছে। এর মধ্যে ৮ কোটি টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ঢাকাস্থ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তুলেছে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, বর্তমানে নতুন নোট কম ছাড়া হচ্ছে। কারণ টাকা ছাপানোর জন্য ব্যয় বহন করতে হয়। একটি দশ টাকার নোট ছাপাতে ৮০ পয়সা খরচ হয়। টাকা ছাপানোর জন্য থাকে নির্দিষ্ট একটি বাজেট। টাকা ছাপানোর টাকা জোগাড় করতেও সরকারের বেগ পেতে হচ্ছে। জানা গেছে, টাকা যে কাগজে ছাপানো হয় তা টেকসই নয়। দুই বছরের মধ্যে নষ্ট হয়ে যায়। বিগত শাসনামলে অস্ট্রেলিয়া থেকে দশ টাকার পোলি নোট ছাপিয়ে আনা হয়েছিল। এ নোট ছাপানোর খরচ পড়েছিল নোট প্রতি দুই টাকা। চার বছর সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান নোটের গ্যারান্টি দিয়েছিল। অথচ দুই বছরের মধ্যেই পোলি নোটগুলো নষ্ট হতে চলেছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিয়ম হচ্ছে, ছেঁড়া টাকা পেলে তারা আলাদা করে রেখে দেবে। পরে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে পাল্টিয়ে নেবে। এখন দেখা যায়, বাণিজ্যিক ব্যাংক চাপে পড়ে ছেঁড়া টাকা কখনোই গ্রহণ করলেও টাকার বান্ডিলের মধ্যে আবার তারা এ টাকা গ্রাহকের কাছে দিয়ে দেয়। অনেক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান অভিযোগ করেছে, বেশি টাকা তুললেই দেখা যায় বান্ডিলের মধ্যে ২/৩টি ছেঁড়া টাকার নোট। বেশি টাকা ব্যাংক থেকে গুণে আনাও সম্ভব হয় না। পরে ব্যাংকের

কাছে অভিযোগ করলে তারা অস্বীকার করেন।

ছেঁড়া নোট ব্যবসায়ীরা সারা দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। তবে তাদের মূল ব্যবসা বাংলাদেশ ব্যাংক ভবন বিভাগী শাখাগুলোর সঙ্গে। মতিঝিলস্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল ভবনের সামনে তিন তলা ব্যাংকের কারেন্সি শাখা। নিচ তলায় ছেঁড়া নোট গ্রহণ করা হয়। গত ২৮ মে সেখানে গিয়ে দেখা গেল, সাধারণ কোনো মানুষ নেই। দালালরাই লাইন ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারাই ছেঁড়া টাকা ব্যাংক কর্মকর্তাদের দিচ্ছে। তুলে নিচ্ছে। সাধারণ মানুষ টাকা পাল্টাতে হলে, তাকে নানাভাবে হয়রানি, ভয় দেখিয়ে কমিশনেই টাকাটি নিয়ে দিচ্ছে। ৭/৮জন পুলিশ রুমের ভেতর ঘোরাফেরা করে ভীতির পরিবেশ তৈরি করেছে। মূলত দালাল, পুলিশ, কর্মচারীদের মিলিত চক্রই এখানে নিয়ন্ত্রণ করছে। ছেঁড়া নোটের কারবারি আকবরের সঙ্গে পরিচয় গোপন করে জানাতে চাওয়া হলে, তিনি বলেন 'এখানে প্রায় শতাধিক লোক ছেঁড়া টাকার কারবার করে থাকে। রাজধানীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ছেঁড়া টাকা নিয়ে আসে। ব্যাংকের কাছ থেকে আমরা তাড়াতাড়ি পাল্টিয়ে নিই। তাদের সঙ্গে আর্থিক যোগাযোগের কারণে টাকা দ্রুত পাল্টানো সম্ভব হয়।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ছেঁড়া টাকা গ্রহণেও ব্যাংকের বিভিন্ন নিয়ম রয়েছে। একটি টাকা যে কয় ভাগই হোক না কেন, একটি অংশের পচাত্তর শতাংশ থাকতে হয়। তা না হলে ছেঁড়া টাকাটি বাতিল গণ্য করে। কোনো নম্বর অস্পষ্ট থাকলেও তা বাতিল হয়ে যায়। স্কচটেপ দেয়া টাকা গ্রহণ করা হয় না। ফলে এমন টাকাগুলোর ক্ষেত্রে ফরম পূরণ করে জমা দিয়ে আসতে হয়। ব্যাংক প্রায় এক মাস সময় নেয়। টাকা বাতিল কিনা জানাতে। ফলে ছেঁড়া টাকা নিয়ে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। এতে দালালেরা হয় লাভবান। ছেঁড়া টাকার ব্যবসা ঢাকার বাইরেও বাংলাদেশ ব্যাংকের সব শাখাতেই চলে। তবে ছেঁড়া টাকা নিয়ে বড় ব্যবসায়ী চক্র গড়ে উঠছে গুলিস্তানে।

গুলিস্তান বাসস্ট্যান্ডের বিপরীত দিক। দু' এক পা এগিয়ে গেলে চোখে পড়বে ফুটপাতের ওপর সারিবদ্ধ হয়ে বসে আছে অনেকেই। তাদের সামনে ছোট কাঠের বাক্স। বাক্সের ওপরে লোভনীয়ভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে নতুন টাকা। গুলিস্তানে রয়েছে ছোট বড় ৪০টির মতো দোকান। টাকা পরিবর্তন করে দেয়ার শর্ত হলো কমিশনের বিনিময়। এই কমিশনের হার কতো হবে তা নির্ধারণ করে টাকা কতটুকু ছিঁড়েছে তার ওপর। কোনো টাকা যদি অর্ধেকের বেশি ছিঁড়ে সেক্ষেত্রে টাকার মালিক পাবে টাকার পরিমাণের অর্ধেক। অর্থাৎ একশ' টাকার যদি এ অবস্থা হয় তাহলে মালিক পাবে পঞ্চাশ টাকা। টাকা ছেঁড়া যদি কম থাকে তাহলে পরিবর্তনের জন্য কম

নতুন টাকা থাকে ছেঁড়া নোটের দালালদের কাছে

থাকে। ছেঁড়া টাকা পরিবর্তন করতে এসেছিলেন মিরপুরের শফিক। তার সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, 'বেশ কয়েকবার ব্যাংকে গিয়েছি এই একশ' টাকা পরিবর্তনের জন্য। কর্তব্যরত ব্যাংকের কর্মচারী এখন না তখন করে বেশ কয়েকবার ঘুরিয়েছে। যার কারণে বাধ্য হয়ে এখানে এসেছি। একশ' টাকার ছেঁড়া নোট দিয়ে বাধ্য হচ্ছি অর্ধেক টাকা নিতে। আমরা তো ইচ্ছে করে টাকা ছিঁড়ি না। হঠাৎ করেই এমন ঘটনা ঘটে।' সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা গেছে, প্রতিদিন গুলিস্তানের এই ছেঁড়া টাকার বাজারে লেনদেন হয় দেড় লাখ টাকার ওপরে। অর্থাৎ প্রতিটি দোকানে লেনদেন হয় তিন হাজার টাকার ওপরে। একজন ব্যবসায়ী ২০০০ কে জানান, ছেঁড়া টাকা পরিবর্তনের জন্য এই ব্যবসায়ীরা ব্যাংকের অসাধু কর্মকর্তাদের একশ' টাকায় পাঁচ টাকা কমিশন দেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর পরিমাণ বৃদ্ধিও পেয়ে থাকে। এছাড়াও ছেঁড়া টাকার বাজারকে কেন্দ্র করে আয় হচ্ছে পুলিশ থেকে শুরু করে চাঁদাবাজদেরও। পুলিশ লাইনম্যানের মাধ্যমে দোকান প্রতি নেয় প্রতিদিন পঁচিশ টাকা। ছেঁড়া টাকার ব্যবসা নিয়ে মানিক মিয়াসহ বেশ কয়েকজনের সঙ্গে কথা হলে তারা বলেন, 'ব্যবসা আগের মতো নেই। আমরা যে ব্যবসা করছি তাতো অবৈধ ব্যবসা নয়। মানুষ টাকা পরিবর্তনের জন্য একাধিকবার ব্যাংকে যায়। সেখানে হতাশ হয়ে ফিরে আসে আমাদের কাছে। আমরা তো জোর করে কারো কাছ থেকে কোনো কিছু আদায় করি না।' ছেঁড়া টাকা নিয়ে জনমন রোডেও চলে জমজমাট ব্যবসা। হিসাব থেকে দেখা গেছে, ছেঁড়া টাকা নিয়ে মাসে ২০/২৫ লাখ টাকার অবৈধ ব্যবসা রয়েছে। বছরে দুই কোটি টাকার ব্যবসা।

ছেঁড়া নোটে বাজার সয়লাব হয়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়ছে। এ ব্যাপারে নীরব বাংলাদেশ ব্যাংক। তারা দায় চাপাচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ওপর। বাণিজ্যিক ব্যাংক দোষ দিচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকের। ছেঁড়া টাকা যে বাজারে বেড়েছে একথা স্বীকার করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের কারেন্সি অফিসার মোঃ আতাউর রহমান। তিনি বলেন, 'বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যে ছেঁড়া টাকা নিচ্ছে না এ অভিযোগ আমরা আগেও পেয়েছি। তারা মূলত লোকবলের অভাবের দোহাই দিয়ে ছেঁড়া টাকা নিচ্ছে না। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যাতে ছেঁড়া টাকা নেয়, তার জন্য গত বছর ২৩ জুলাই সার্কুলারও জারি করা হয়। শীঘ্রই বাংলাদেশ ব্যাংক আবারও তাদের নির্দেশ দেবে।' বাজারে নতুন নোট ছাড়া হচ্ছে না কেন? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'নতুন নোট বাজারে ছাড়া তো ব্যাংকের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। ব্যাংক নতুন নোট ছাড়ছে। তবে নোট ছাপাতেও তো খরচ আছে। বাজেট আছে।' টাকার মান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ডলারের মতো উন্নত টাকা বাজারে ছাড়তে অনেক খরচ। পলি নোটও বাজারে ছাড়ার আপাতত পরিকল্পনা নেই। বরাদ্দকৃত বাজেট হিসাবে রাখতে হয়। তবে এ দেশের টাকার মান খুব খারাপ নয়।' তিনি বলেন, 'এদেশে টাকার খুব ব্যবহার হয়। জনগণ টাকাকে যত্ন করে রাখে না। তাই টাকা দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়।'

ছেঁড়া টাকা না নেয়া প্রসঙ্গে উত্তরা ব্যাংকের জিএম (প্রশাসন) মাহবুবুল আলম ২০০০কে বলেন, 'আসলে ছেঁড়া টাকা নিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বিপাকে পড়ে। টাকা পাল্টাতে সময় লাগে। ফলে লেনদেনের সমস্যা হয়।' তবে তিনি বলেন, 'ওপর থেকে কোনো নির্দেশ দেয়া নেই ছেঁড়া টাকা নেয়া যাবে না। মূলত ঝামেলা এড়াতেই ছেঁড়া টাকা নেয়া হয় না।'

ছেঁড়া টাকার কারণে বাড়ছে ব্যবসায় হয়রানি। নিউ মার্কেটের মুদি দোকানদার শরিফ বলেন, ছেঁড়া টাকার কারণে অনেক সময় লেনদেন করাই যাচ্ছে না। ক্রেতার সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হচ্ছে। ছেঁড়া টাকা বাজার থেকে তুলে নিতে সরকারকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। অর্থনীতিবিদ মোজাফফর আহমেদ ২০০০কে বলেন, 'উন্নত বিশ্বে টাকার ব্যবহার ক্রমেই কমছে। এদেশে তো এখন প্রায় সব লেনদেনই টাকায় হয়। বাজারে ছেঁড়া টাকা বেশি থাকলে লেনদেন বিঘ্নিত হবে। অর্থনীতির ওপরও প্রতিক্রিয়া পড়বে।' পর্যবেক্ষক মহল মনে করে, ছেঁড়া টাকার ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের আরো কার্যকরী ভূমিকা নিতে হবে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যাতে ছেঁড়া টাকা নেয় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জনগণের ভোগান্তি কমানোর জন্য প্রক্রিয়াকে সহজতর করতে হবে।

ছবি : আনোয়ার মজুমদার
খালেদ সরকার